গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত অর্জিত অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত বিশেষ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
সভার তারিখ	০৯-০৭-২০২৩
সভার সময়	সকাল-১০.০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন জুম প্ল্যাটফর্ম
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

২.০ আলোচনা:

২.১। সভাপতি অনলাইনে সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে এপিএ টিমের ফোকাল পয়েন্ট ও যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) জনাব মোহাম্মদ ফারুক হোসেন সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) জানান যে, আগামী ১৫ জুলাই ২০২৩ তারিখের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ'র স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন (প্রমাণকসহ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করতে হবে। তদপ্রেক্ষিতে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত অর্জিত অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনার নিমিত্ত অদ্যকার বিশেষ সভা আহবান করা হয়েছে। এপিএ'র প্রমাণক দাখিলের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনাসমূহ তিনি সভায় অবহিত করেন। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ'র প্রতিটি সূচকের বিপরীতে কিভাবে প্রমাণক প্রস্তুত করতে হবে সে বিষয়ে একটি গাইডলাইন প্রস্তুত করে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীতে প্রেরণ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে প্রমাণকসমূহ এ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রমাণকসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক কোন ঘাটতি থাকলে তা পরবর্তীতে দপ্তর/সংস্থা হতে সংগ্রহ করা হবে মর্মে তিনি সভায় মতামত ব্যক্ত করেন।

২.২। সভায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির কর্মসম্পাদন সূচকের বিপরীতে জুলাই/২০২২ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত অর্জিত অর্জন নিম্নরূপভাবে পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রদান করা হয়:

ক্রমিক নং	কর্মসম্পাদন সূচক	লক্ষ্যমাত্রা	জুন/২৩ পর্যন্ত অর্জন	জুন/২৩ পর্যন্ত অর্জনের বিপরীতে সভার পর্যালোচনা ও মতামত
১.১	[১.১.১] উৎপাদিত গ্যাস (আইওসি)	৪৯০ বিসিএফ	**৫০২.৫২৭ (১০২.৫৫%)**	সভায় জানানো হয় যে, জুন/২৩ পর্যন্ত আইওসি কর্তৃক উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ ৫০২.৫২৭ বিসিএফ। সভায় সূচকটির অর্জনের বিষয়ে পর্যালোচনা করা হয়। জুন/২৩ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন সঠিক রয়েছে মর্মে সভায় সংশ্লিষ্ট সকলে মতামত ব্যক্ত করেন।

	[১.১.২] উৎপাদিত গ্যাস (জাতীয় কোং)	২২০ বিসিএফ	**৩০০.৬৯ (১৫০.৩৪%)**	সভায় পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি অবহিত করেন যে, জাতীয় কোম্পানী কর্তৃক জুন/২৩ পর্যন্ত উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ ৩০০.৬৯ বিসিএফ, যা লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি অর্জিত হয়েছে। পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি সভায় জানান যে, চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশীয় গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ বিশেষ উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৪টি কূপের ওয়ার্কওভার ও ৩টি অনুসন্ধান কূপ খনন সম্পন্ন হওয়ায় এ কূপসমূহ হতে কিছু পরিমাণ গ্যাস জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হওয়ার ফলে জাতীয় কোম্পানী হতে গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। জাতীয় কোম্পানী কর্তৃক উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ সঠিক রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দেশীয় গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ বিশেষ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।
	[১.১.৩] মাসিক ভিত্তিতে গ্যাস উৎপাদন মনিটরিংকরণ ও প্রতিবেদন দাখিলকৃত	১২টি	**১২ (১০০%)**	সভায় মাসিক ভিত্তিতে গ্যাস উৎপাদন মনিটরিং কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।
১.২	[১.২.১] খননকৃত কূপ	৪টি	**৪ (১০০%)**	পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি সভায় জানান যে, জুন/২০২৩ পর্যন্ত ওয়ার্কওভার ও উন্নয়ন কূপের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৪টি কূপ খনন সম্পন্ন হয়েছে, ফলে লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জিত হয়েছে। ৪টি কূপের মধ্যে রয়েছে জালালাবাদ-৪, সেমুতাং-৫, বিয়ানীবাজার-১ ও ভোলা নর্থ-২। এ সংক্রান্ত পেট্রোবাংলার তথ্য-উপাত্ত ও প্রমাণক সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাক্রমে খননকৃত কূপের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।
	[১.২.২] মাসিকভিত্তিতে কূপ খনন কাজ মনিটরিংকরণ ও প্রতিবেদন দাখিলকৃত	১২টি	**১২ (১০০%)**	সভায় মাসিক ভিত্তিতে কূপ খনন কাজ মনিটরিং কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।

১.৩	[১.৩.১] আহরিত কয়লা	৩.৫০ লক্ষ মে.টন	**৭.৬৭ (২১৯.১৪%)**	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বিসিএমসিএল সভায় জানান যে, জুন/২০২৩ পর্যন্ত বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি হতে ৭.৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদিত হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, যে, কোভিড-১৯ পরিস্থিতি ও পূর্বের উৎপাদনের ট্রেন্ড বিবেচনায় উক্ত কর্মসম্পাদন সূচকের লক্ষ্যমাত্রা ৩.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বিদ্যুৎ ঘাটতি মোকাবিলায় বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে কয়লা উৎপাদন বাড়ানোর বিষয়ে নির্দেশনা পাওয়া যায়। সে লক্ষ্যে চাইনিজ ও স্থানীয় শ্রমিকদের সাথে সমন্বয় করে বিদেশ হতে মালামাল আমদানিপূর্বক কয়লা উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির কয়লা উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা, স্থানীয় প্রশাসন, চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, বিসিএমসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় এ অর্জন সম্ভব হয়েছে। এর ফলে বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখা সম্ভব হয়েছে, যার কারণে ঐ অঞ্চলে লোডশেডিং অনেকাংশে কমে গেছে।
১.৪	[১.৪.১] উৎপাদিত পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস	৩১৫ মি:লি	**৪৩৪.২৭১ (১৩৭.৮৬%)**	সভায় পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি জানান যে, জুন/২৩ পর্যন্ত উৎপাদিত পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টসের পরিমাণ ৪৩৪.২৭১ মিলিয়ন লিটার। পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টস দেশীয় কূপ হতে উৎপাদিত গ্যাসের উপজাত হিসেবে পাওয়া যায়। দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্টসের উৎপাদনও বেশি হয়েছে। এ সংক্রান্ত পেট্রোবাংলার তথ্য-উপাত্ত ও প্রমাণক পর্যালোচনা করা হয়।
১.৫	[১.৫.১] আমদানিকৃত এলএনজি	৩২ ল: মে. টন	**৪০.৮৪ (১২৭.৬২%)**	সভায় জানানো হয় যে, জুন/২০২৩ পর্যন্ত আমদানিকৃত এলএনজির পরিমাণ ৪০.৮৪ লক্ষ মেট্রিক টন। পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি জানান যে, বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এলএনজি আমদানির জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্য হ্রাসের প্রেক্ষিতে স্পট মার্কেট হতে এলএনজি আমদানি শুরু হওয়ার ফলে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে এলএনজি আমদানি বেশি হয়েছে।
২.১	[২.১.১] ২ডি জরিপকৃত	১০০০ লা: কি:মি:	**১৩০৬ (১৩০.৬%)**	সভায় জানানো হয় যে, জুন/২৩ পর্যন্ত ১৩০৬ লাইন কি. মি. এলাকা ২ডি সিসমিক জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। এ সংক্রান্ত পেট্রোবাংলার তথ্য-উপাত্ত ও প্রমাণক পর্যালোচনা করা হয় এবং সূচকটির অর্জন সঠিক রয়েছে মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

	[২.১.২] ৩ডি জরিপকৃত	৭০ বর্গ কি:মি:	**১৯১ (২৭২.৮৫%)**	সভায় জানানো হয় যে, জুন/২৩ পর্যন্ত ১৯১ বর্গ কি. মি. ৩ডি সিসমিক জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি জানান যে, ১৯১ বর্গ কি.মি. ৩ডি সিসমিক জরিপের ডাটা এ্যাকুইজিশনের পরে ঠিকাদার কর্তৃক একটি অংশের রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে এবং উক্ত অংশটুকু ৩ডি জরিপকৃত হিসেবে বিবেচিত হবে। যে সকল এলাকায় ৩ডি জরিপের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে সে সকল এলাকা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য স্থানেও একইসাথে জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। ফলে লক্ষ্যমাত্রার দ্বিগুনেরও বেশি ৩ডি জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। সভায় আরো উল্লেখ করা হয় যে, এ সংক্রান্ত জরিপ পরিচালনার সময় সম্ভাব্য কোন এলাকা বিবেচনায় আসলে একইসাথে জরিপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, যার ফলে কখনো কখনো জরিপকৃত এলাকার পরিমাণ বেশি হয়ে যায়।
	[২.১.৩] মাসিকভিত্তিতে সিসমিক জরিপ কাজ মনিটরিংকরণ ও প্রতিবেদন দাখিলকৃত	১২টি	**১২ (১০০%)**	সভায় মাসিক ভিত্তিতে সিসমিক জরিপ কাজ মনিটরিং কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।
২.২	[২.২.১] জ্বালানির উৎস অনুসন্ধানকৃত	২টি	**৩ (১৫০%)**	পেট্রোবাংলার প্রতিনিধি সভায় জানান যে, জুন/২৩ পর্যন্ত টবগী-১, শরীয়তপুর-১ ও ইলিশা-১ নামীয় ৩টি অনুসন্ধান কূপ খনন সম্পন্ন হয়েছে। দেশীয় গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ উদ্যোগের ফলে এ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা ২টির বিপরীতে ৩টি অনুসন্ধান কূপ সম্পন্ন হয়েছে। সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হয়। অনুসন্ধান কূপ খনন লক্ষ্যমাত্রা থেকে একটি বেশি খনন সম্পন্ন করায় সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।
	[২.২.২] মাসিকভিত্তিতে জ্বালানি অনুসন্ধান কাজ মনিটরিংকরণ ও প্রতিবেদন দাখিলকৃত	১২টি	**১২ (১০০%)**	সভায় মাসিক ভিত্তিতে জ্বালানি অনুসন্ধান কাজ মনিটরিং কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।
২.৩	[২.৩.১] সম্পাদিত মানচিত্রায়ন	২০০০ ব: কি: মি:	**২০৩১ (১০১.৫৫%)**	সভায় জানানো হয় যে, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বহিরংগন কাজের মাধ্যমে জুন/২৩ পর্যন্ত ২০৩১ বর্গ কি.মি. এলাকার ভূ-তাত্ত্বিক, ভূ-প্রাকৃতিক ও ভূ-মানচিত্রায়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২.৪	[২.৪.১] বিপণনকৃত কঠিন শিলা	৪.০ লক্ষ মে.টন	**৫.৭১৭২ (১৪২.৯৩%)**	সভায় জানানো হয় যে, জুন/২০২৩ পর্যন্ত মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক ৫.৭১৭২ লক্ষ মেট্রিক টন পাথর বিপণন করা হয়েছে। এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আমদানিতে বিধি-নিষেধ থাকায় যথাসময়ে এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আমদানি করতে না পারায় বছরের শুরুতে খনির উৎপাদন সাময়িক বন্ধ ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে মধ্যপাড়া পাথর খনির ঠিকাদার জিটিসি'র সাথে পাথর উত্তোলনের প্রধান কাঁচামাল এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আমদানির বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয় এবং এর ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণে এ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আমদানি করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে মধ্যপাড়া পাথর খনির উৎপাদন দুই শিফটে পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্পন্ন হয় এবং কঠিন শিলার বিপণন লক্ষ্যমাত্রা থেকে কিছুটা বেশি হয়েছে।
২.৫	[২.৫.১] আদায়কৃত রয়্যালটি	৫২ কোটি টাকা	**১১৪.৯০ (২২০.৯৬%)**	মহাপরিচালক, বিএমডি জানান যে, জুন/২৩ পর্যন্ত রয়্যালটি আদায়ের পরিমাণ ১১৪.৯০ কোটি টাকা। বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সরবরাহকৃত প্রতি মেট্রিক টন কয়লার বিক্রয়মূল্য ১৩০ মার্কিন ডলার হতে বৃদ্ধি করে ১৭৬ ডলারে পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এছাড়াও বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা থেকে বেশি হয়েছে। জব্দকৃত পাথর/সিলিকা বালু হতে নিলামকৃত রয়্যালটি বাবদ গত বছরের তুলনায় ৭.০০ কোটি টাকা অধিক আদায় করা হয়েছে। এছাড়াও, সেডিমেন্টারি কয়লা খাত হতেও প্রায় ৪৫.০০ লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছে। বর্ণিত প্রেক্ষাপটে, রয়্যালটি আদায় লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় দ্বিগুনেরও বেশি হয়েছে।
৩.১	[৩.১.১] নির্মিত ট্যাংক ফার্ম	৬টি	**৬ (১০০%)**	সভায় জানানো হয় যে, গভীর সাগর থেকে পাইপলাইনে আমদানিকৃত তেল খালাসের জন্য ট্যাঙ্ক ফার্ম নির্মাণ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।
৩.২	[৩.২.১] নির্মিত পাইপলাইন	১০০ কি.মি.	**১৫৭.৫০ (১৫৭.৫%)**	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিওসিএল জানান যে, চট্টগ্রাম হতে ঢাকা পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম অনেক জটিল ছিলো। প্রকল্পটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার ফলে জটিলতা অনেকাংশে নিরসন হওয়ায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বিশেষ তদারকি ও উদ্যোগ গ্রহণের ফলে লক্ষ্যমাত্রা থেকে বেশি পাইপলাইন নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে।
৩.৩	[৩.৩.১] চালুকৃত পাইপলাইন	২ কি.মি.	**২.৭০ (১৩৫%)**	সভায় জানানো হয় যে, ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের ২ কি.মি. পাইপলাইনের লক্ষ্যমাত্রার প্রেক্ষিতে জুন/২৩ পর্যন্ত ২.৭০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
৩.৪	[৩.৪.১] কম্প্রেসর স্থাপিত	৭টি	**৭ (১০০%)**	সভায় জানানো হয় যে, জুন/২৩ পর্যন্ত ৭টি ওয়েলহেড গ্যাস কম্প্রেসর স্থাপন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ।
৩.৫	[৩.৫.১] আমদানিকৃত ফ্লো-মিটার মালামাল	৪০%	**৬০%**	সভায় উল্লেখ করা হয় যে, ইআরএল-এ কাস্টডি ট্রান্সফার ফ্লো-মিটার স্থাপন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে জুন/২৩ পর্যন্ত ৬০% ফ্লো-মিটার মালামাল আমদানি করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা থেকে কিছুটা বেশি।

৩.৬	[৩.৬.১] সম্প্রসারিত পাইপলাইন	৫০ কি.মি.	**৬৯ (১৩৮%)**	সভায় জানানো হয় যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে এপিএ-তে রংপুর তথা দেশের উত্তর জনপদে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় ৫০ কি.মি. লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। ৩০” ব্যাসের ১৫০ কি.মি. বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৬৯ কি.মি. পাইপলাইন (বগুড়া জেলায় ২৫ কি.মি., গাইবান্ধা জেলায় ১৫ কি.মি., রংপুর জেলায় ২৫ কি.মি. ও নীলফামারী জেলায় ৪কি.মি.) নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সমুদয় পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার কারণে অর্জন শতভাগের বেশি হয়েছে।
৪.১	[৪.১.১] আমদানিকৃত পরিশোধিত তেল	৪০ লক্ষ মে:টন	**৫৩.০৩ (১৩২.৫৭%)**	বিপিসি’র প্রতিনিধি জানান যে, জুন/২৩ পর্যন্ত আমদানিকৃত পরিশোধিত তেলের পরিমাণ ৫৩.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিওসিএল জানান যে, বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহে ডিজেলের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিশোধিত তেলের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। তদপ্রেক্ষিতে আমদানিকৃত পরিশোধিত তেলের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি হয়েছে।
	[৪.১.২] মাসিকভিত্তিতে পরিশোধিত তেল আমদানি কাজ মনিটরিংকরণ	১২টি	**১২ (১০০%)**	সভায় মাসিক ভিত্তিতে পরিশোধিত তেল আমদানি কাজ মনিটরিং কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।
৪.২	[৪.২.১] আমদানিকৃত অপরিশোধিত তেল	১১.৫০ লক্ষ মে:টন	**১৪.৫৬ (১২৬.৬০%)**	সভায় জানানো হয় যে, জুন/২৩ পর্যন্ত আমদানিকৃত অপরিশোধিত তেলের পরিমাণ ১৪.৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশীয় জ্বালানি তেলের চাহিদা বেশি থাকায় আমদানিকৃত অপরিশোধিত তেলের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা থেকে কিছুটা বেশি হয়েছে।
	[৪.২.২] মাসিকভিত্তিতে অপরিশোধিত তেল আমদানি কাজ মনিটরিংকরণ ও প্রতিবেদন দাখিলকৃত	১২টি	**১২ (১০০%)**	সভায় মাসিক ভিত্তিতে অপরিশোধিত তেল আমদানি কাজ মনিটরিং কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।
৪.৩	[৪.৩.১] বিপণনকৃত পেট্রোলিয়াম পণ্য	৪৫ লক্ষ মে.টন	**৭৩.২২ (১৬২.৭১%)**	সভায় জানানো হয় যে, জুন/২৩ পর্যন্ত বিপণনকৃত পেট্রোলিয়াম পণ্যের পরিমাণ ৭৩.২২ লক্ষ মেট্রিক টন। যেহেতু দেশীয় চাহিদা বৃদ্ধির ফলে পরিশোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল বেশি পরিমাণে আমদানি করা হয়েছে সেহেতু বিপণনকৃত পেট্রোলিয়াম পণ্যের পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা থেকে বেশি হয়েছে।
	[৪.৩.২] মাসিকভিত্তিতে পেট্রোলিয়াম পণ্য বিপণন কাজ মনিটরিংকরণ ও প্রতিবেদন দাখিলকৃত	১২টি	**১২ (১০০%)**	সভায় মাসিক ভিত্তিতে পেট্রোলিয়াম পণ্য বিপণন কাজ মনিটরিং কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।
৫.১	[৫.১.১] ড্রাফট ইন্টারিম রিপোর্ট প্রণয়নকৃত	৩০-০৬-২৩	**১৫-০৫-২৩ (১০০%)**	সভায় জানানো হয় যে, আলীহাট আয়রন ফিল্ডের প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডির ড্রাফট ইন্টারিম রিপোর্ট গত ১৫-০৫-২৩ তারিখে তারিখে দাখিল করা হয়েছে। ফলে, লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সূচকটির অর্জন শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।

৫.২	[৫.২.১] ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে বেজা/এসইজেড শিল্পাঞ্চলের গ্যাস সংযোগের আবেদন নিষ্পত্তি	১০০%	**১০০%**	সভায় জানানো হয় যে, বেজা/এসইজেড অঞ্চলের শিল্পাঞ্চলে গ্যাস সংযোগের আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ফলে লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে।
	[৫.২.২] ২১ কর্মদিবসের মধ্যে বেজা/এসইজেড অঞ্চলের শিল্পে বিস্ফোরক লাইসেন্স আবেদন নিষ্পত্তি	১০০%	**১০০%**	সভায় উল্লেখ করা হয় যে, বেজা/এসইজেড অঞ্চলের শিল্পে বিস্ফোরক লাইসেন্স আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ফলে লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে।
৫.৩	[৫.৩.১] প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে মঞ্জুরকৃত/ নবায়নকৃত লাইসেন্স আবেদন নিষ্পত্তি	৯০%	**৯৭.৩৯%**	বিস্ফোরক পরিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস সিলিন্ডার এবং গ্যাসাধার এর আমদানি, পরিবহন ও মজুদের লাইসেন্স মঞ্জুর/নবায়ন আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে, যা নিষ্পত্তির হার ৯৭.৩৯%।
৫.৪	[৫.৪.১] জনবল প্রশিক্ষিত	৫০০০টি	**১৫১৫১**	সভায় জানানো হয় যে, মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীতে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১৫,১৫১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সভায় এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করা হয় এবং অর্জন সন্তোষজনক পাওয়া যায়।
৫.৫	[৫.৫.১] বিচ্ছিন্নকৃত সংযোগ	৭০০০টি	**২৯,৭৫৫**	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা জানান যে, পূর্বের বছরগুলোর অভিজ্ঞতার আলোকে সূচকটির লক্ষ্যমাত্রা ৭০০০টি নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বর্তমানে ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানীসমূহের সিস্টেম লস হ্রাসকরণের লক্ষ্যে টিজিটিডিসিএল অধিভুক্ত এলাকাসহ সকল ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী কর্তৃক ব্যাপক অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। যার ফলে সূচকটির জুন/২৩ পর্যন্ত অর্জন হয়েছে ২৯,৭৫৫টি। বিশেষ ও উদ্যোগ ও ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণের ফলে সূচকটির অর্জন লক্ষ্যমাত্রা থেকে অনেক বেশি হয়েছে।
	[৫.৫.২] মাসিকভিত্তিতে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কাজ মনিটরিংকরণ	১২টি	**১২ (১০০%)**	সভায় মাসিক ভিত্তিতে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ কাজ মনিটরিং কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। দাখিলকৃত প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।
৫.৬	[৫.৬.১] আবেদনের প্রেক্ষিতে স্থাপিত মিটার	৯০%	**১০০%**	সভায় জানানো হয় যে, গ্যাসের অপচয় রোধের জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে শতভাগ ইভিসি মিটার স্থাপন করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত প্রমাণক সভায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়।
৫.৭	[৫.৭.১] সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে শিখন সেশন আয়োজিত	৪টি	**৪**	সভায় উল্লেখ করা হয় যে, লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী এ বিভাগে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে ৪টি শিখন সেশন আয়োজন করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শতভাগ অর্জন হয়েছে।
৫.৮	[৫.৮.১] পাইপলাইনের ক্যাথডিক সিস্টেম মনিটরিংকৃত	৮০%	**১০০%**	সভায় জানানো হয় যে, পাইপলাইনের ক্যাথডিক সিস্টেম শতভাগ মনিটরিং করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত মনিটরিং কমিটির প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়।
৫.৯	[৫.৯.১] LNG ভর্তুকি নীতিমালা চূড়ান্তকরণ/ নিস্পত্তিকরণ	৩০-০৬-২৩	**২২-০৩-২৩ (১০০%)**	সভায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, এলএনজি ভর্তুকি নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজন নেই মর্মে অর্থ বিভাগ মতামত প্রদান করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে গত ২২-০৩-২৩ তারিখে বিষয়টি পত্রের মাধ্যমে উন্নয়ন-২ অধিশাখা হতে অবহিত করা হয়েছে। ফলে সূচকটির অর্জন শতভাগ হয়েছে।

৫.১০	[৫.১০.১] Integrated Power and Energy Master Plan (IPEMP) খসড়া প্রণয়ন	৩০-০৬-২৩	০৭-০৬-২৩ (১০০%)	সভায় জানানো হয় যে, জাইকা কর্তৃক Integrated Power and Energy Master Plan (IPEMP) এর চূড়ান্ত খসড়া দাখিল করা হয়েছে। দাখিলকৃত খসড়ার বিষয়ে উন্নয়ন-১ অধিশাখা হতে গত ০৭-০৬-২০২৩ তারিখে অবহিত করা হয়েছে। ফলে সূচকটির অর্জন শতভাগ হয়েছে।
৫.১১	[৫.১১.১] বিকল্প জ্বালানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সভা/সেমিনার আয়োজন	২টি	২ (১০০%)	সভায় উল্লেখ করা হয় যে, বিকল্প জ্বালানি ব্যবস্থাপনা নিয়ে হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক দুটি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। ফলে লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জন হয়েছে।

২.৩। সভায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের কৌশলগত উদ্দেশ্যের পাশাপাশি আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের ৫টি কর্মপরিকল্পনার অর্জনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার জুন/২৩ পর্যন্ত অর্জন পর্যালোচনায় সকল সূচক অর্জিত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। উপসচিব (প্রশাসন-৩) উল্লেখ করেন যে, পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোং লিঃ এবং সুন্দরবন গ্যাস কোম্পানী লিঃ এর আওতাধীন এলাকা অবৈধ গ্যাস সংযোগ মুক্ত রয়েছে, ফলে সূচকটির অর্জন শতভাগ হয়েছে। সভায় ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার জুন/২৩ পর্যন্ত অর্জন পর্যালোচনায় সন্তোষজনক পাওয়া যায়। যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২) বলেন যে, সেবা সহজিকরণ/ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আওতায় এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানীর কর্মকর্তাদের দুর্নীতি সংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত সেবা সহজিকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে সফটওয়্যারের মাধ্যমে যাচাইঅন্তে দুর্নীতি সংক্রান্ত ছাড়পত্র প্রদান সহজিকরণ হবে। সভায় অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন ও তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনার জুন/২৩ পর্যন্ত অর্জন পর্যালোচনায় সন্তোষজনক ও শতভাগ পাওয়া যায়। সভাপতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ'র অর্জন সন্তোষজনক হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রতিটি সূচকের বিপরীতে যথাযথ প্রমাণক নির্ধারিত সময়ে দাখিলের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, সভাপতি ভবিষ্যতে এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এ ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ'র স্বমূল্যায়িত প্রতিবেদন যথাযথ প্রমাণকসহ নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	এপিএ টিম/ দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি
৩.২	এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বর্তমান ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতে সকলকে আরো তৎপর ও আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।	এ বিভাগ/এপিএ টিম/ দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ড. মোঃ খায়েরুজ্জামান মজুমদার
সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

স্মারক নম্বর: ২৮.০০.০০০০.০২১.৪৫.০০১.২২.২৯২

তারিখ: ২৬ আষাঢ় ১৪৩০
১০ জুলাই ২০২৩

সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

২) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন

৩) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)

৪) সকল কর্মকর্তা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৫) এপিএ টিম, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

৬) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট

৭) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)

৮) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর

৯) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

১০) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট

১১) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১২) প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

১৩) সচিব, সচিব-এর দপ্তর, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন

১৪) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

১৫) ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সকল), পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানীসমূহ

১৬) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

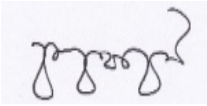

মোহাম্মদ ফারুক হোসেন
যুগ্মসচিব